

বাড়িতে বধির শিশুকে শেখানোর জন্য আপনি যে কাজগুলি করতে পারেন



এমন একটি পরিবেশ তৈরি করুন যেখানে আপনার শিশু স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক উপায়ে শিখতে পারে। বই পড়া যেমন গুরুত্বপূর্ণ সঠিক উপায়ে হাত ধোয়াও তেমনি কেন গুরুত্বপূর্ণ তাও তাকে বোঝাবেন এবং সঠিক উপায়ে কীভাবে হাত ধোয়া যায় তা দেখাবেন। আপনার সন্তানের জীবনে দক্ষতা বিকাশের অনেকগুলি কার্যকর উপায় রয়েছে -

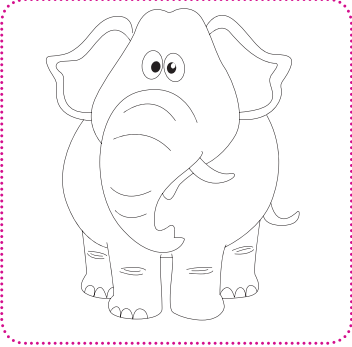
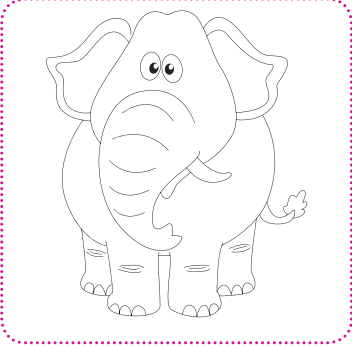
- › জিনিস গোনা এবং আপনার আঙুলের সাহায্যে সংখ্যাগুলো দেখানো
- › রান্নার সময় রান্নার উপকরণগুলি কীভাবে পরিবর্তিত হয় তা আপনার সন্তানকে বলে বোঝানো
- › গাছ, পাহাড়, নদী ফল, সজি, প্রাণী বা পাখির নামের এক-একটি ইশারা সম্পর্কে সহমত হওয়া। রঙ, আকার, টেক্সচার, গঠন বিন্যাস, স্বাদ ও গন্ধ বোঝাতে তাদের প্রত্যেকটির একটি করে উদাহরণ দিয়ে যথাক্রমে বলে, দেখিয়ে, স্পর্শ করিয়ে, স্বাদ গ্রহণের মাধ্যমে এবং গন্ধ শুকিয়ে বোঝানো।
- › আপনার সন্তানের নামের বর্ণগুলি চিহ্নিত করতে সাহায্য করা
- › কীভাবে সময় দেখতে হয় তা বোঝানো

বাড়িতে বসে খুব কম বয়সী বধির এবং শ্রবণক্ষম শিশুদের শেখানোর কার্যকলাপ

প্রতিভা দেখান

কাগজে, বালিতে বা মেঝেতে কোনো একটি জিনিস বা প্রাণীর ছবি রেখার মাধ্যমে আঁকুন। যদি আপনার কাছে থাকা খবর কাগজের এইরকম কোনো ছবির রূপরেখা বা অঙ্কনশৈলি থাকে তবে এক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারেন। ছবির রূপরেখাটি চার-পাঁচবার আঁকুন। ছবির রূপরেখাটি একইভাবে রেখে তার ভিতরকার কোনো কোনো অংশ বাদ দিয়ে আঁকুন। উদাহরণস্বরূপ আপনি যদি একটি কুকুর বা হাতি আঁকেন, তাহলে পুরো ছবিটা একই রেখে শুধুমাত্র লেজের ক্ষেত্রে একটিতে লম্বা লেজ বা আর বাকিগুলোতে ছোটো লেজ রেখে আঁকুন।

- কানগুলো কি একই রকম
- কোনটি অন্য রকম?
- এগুলো কি একই মাপের?



চলো আবার কিছু করি

একটু সহজ ছবি আঁকুন, ম্যাগাজিন বা খবর কাগজ থেকেও একটি ছবি নিতে পারেন। ছবিটা কেটে নিয়ে আপনার ছেলের সামনে কয়েকটি টুকরো করে ছড়িয়ে রাখুন আর পাজলের মতো সেটাকে আবার সাজিয়ে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে বলুন।

কিংবা বিড়াল বা অন্য কোনো প্রাণীর রেখাচিত্র আঁকুন এবং তার একটি অংশ কেটে নিন। তারপর আপনার শিশুকে ছবির কেটে-নেওয়া অংশটি আঁকতে বলুন।



বাড়িতে বসে খুব কম বয়সী বধির এবং শ্রবণক্ষম শিশুদের শেখানোর কার্যকলাপ

হারিয়ে যাওয়া জিনিস

দুজনে মিলে বাড়ির ও বাগানের চারপাশ থেকে কিছু ভিন্ন ভিন্ন জিনিস নিয়ে এসে একজায়গায় রাখুন। আপনার শিশুকে এই বস্তুগুলি দেখান এবং তাদের নাম বলতে বলুন। এবার আপনার শিশুকে তার চোখদুটো বন্ধ করতে বলুন বা মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে রাখতে বলুন, এই সময় আপনি জিনিসগুলোর যে কোনো একটি সরিয়ে নিন। এবার শিশুটিকে জিনিসগুলো দেখতে বলুন এবং তারপর দেখুন অনুপস্থিত জিনিসটা সে মনে করতে পারছে কিনা। যদি সে নিজের থেকে বলতে না পারে তাকে জিজ্ঞাসা করুন কোন জিনিসটা এখানে অনুপস্থিত। এই খেলাটিতে আরো বেশি ও ভিন্ন রকমের জিনিস যোগ করে খেলাটিকে আরো কঠিন করে তুলতে পারেন। এই খেলার ক্ষেত্রে এটাও হতে পারে যে আপনার শিশুটি এই জিনিসগুলির মধ্য থেকে একটা জিনিস লুকিয়ে রেখে আপনাকেও অনুপস্থিত জিনিসটির কথা জিজ্ঞাসা করতে পারে এইভাবে খেলাটিকে আরো উপভোগ্য করে তোলা যেতে পারে। এইভাবে এই খেলার মাধ্যমে আপনার শিশুর সঙ্গে যোগাযোগ আরো স্বাভাবিক হবে যার ফলে ও আরো অনেক নতুন শব্দ ও ইশারা শিখতে পারবে।



বস্তুর নামকরণ

শিশুদেরকে বস্তুর সঙ্গে শব্দ ও সঙ্কেতকে চিনিয়ে দেওয়ায় এটি একটি দুর্দান্ত উপায়। আপনি ছোটো চেয়ার, বড় টেবিল, নীল বাতি-র মতো বর্ণনামূলক শব্দগুলির সঙ্গেও আপনার শিশুকে পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন। আপনি যদি শব্দগুলির জন্য ইশারা ভাষা না জানেন তাহলে এ ব্যাপারে ইশারা বা অঙ্গভঙ্গির সাহায্য নিতে পারেন। অথবা যদি আপনার শিশু স্কুলে ইশারা ভাষা শিখছে তাহলে তাকে ইশারা জিজ্ঞাসা করুন। আর যদি আপনার শিশু পড়তে বা লিখতে শিখে থাকে তবে আপনি আপনার শিশুকে বাড়ির জিনিসগুলির উপরে লেবেল করতে বলতে পারেন। এই অভ্যাসের মাধ্যমে আপনার শিশুর লেখা, বানান এবং নতুন শব্দ শেখায় সাহায্য হবে।



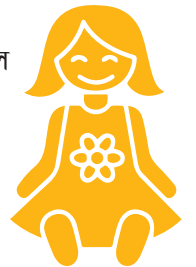
সংখ্যা মেলানো

বালিতে বা কাগজে ১০টি বৃত্ত এঁকে তার মধ্যে একেকটি বৃত্তে একটি করে সংখ্যা ১ থেকে ১০ লিখুন। বেশ কতকগুলি জিনিস (যেমন বোতলের ছিপি, নুড়ি, নাট, পাতা প্রভৃতি) এবং তারপর আপনার শিশুকে সঠিক সংখ্যার জিনিসগুলি সংখ্যাচিহ্নিত বৃত্তের মধ্যে রাখতে বলুন। এই মজার খেলাটির মাধ্যমে আপনার বধির শিশুটি সংখ্যা মেলানো, সংখ্যাজ্ঞাপক প্রতীক, সংখ্যা গণনা, সংখ্যাসূচক নতুন শব্দ শিখতে পারবে।



অভিনয়

একটি সফট টয় বা খেলনা নিন এবং তার সাথে দৈনন্দিন কাজকর্মগুলি অভিনয় করে দেখান। এই খেলার মাধ্যমে শিশুরা যেমন শরীরের বিভিন্ন অংশের নাম এবং ইশারা শিখতে পারবে তেমনি দৈনন্দিক কাজকর্ম সম্বন্ধেও পরিচিত হতে পারবে। সম্ভবত পুতুল ব্যবহারের মাধ্যমে রান্না শেখানো, পোশাক পরা এবং দৈনন্দিন কাজকর্ম শেখানো অনেক সহজ ও স্বাভাবিক হবে।



বাড়িতে বসে বয়স্ক বধির এবং শ্রবণক্ষম সন্তানদের শেখানোর কার্যকলাপ

বয়স এবং স্কুলের শ্রেণীর উপর নির্ভর করে আপনার বধির সন্তানটির কাছে হয়তো পাঠ্যপুস্তক আছে তাহলে সে সেটি নিয়ে কাজ করতে পারবে, না থাকলেও তারা ঘরে বসেও ক্রমাগত অনেক কিছুই শিখতে পারে। আপনার বাড়িতে যদি ইন্টারনেট অ্যাকসেস থাকে বা অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করতে পারেন তাহলে ইন্টারনেটে অনেক ওয়েবসাইট আছে যা এক্ষেত্রে শেখার ব্যাপারে অনেক সহায়তা করতে পারে, তবে এই ব্যাপারে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন এই ওয়েবসাইটগুলি নিরাপদ কিনা এবং আপনার সন্তান কতক্ষণ কম্পিউটার স্ক্রিন ব্যবহার করছে। স্থানীয় শিক্ষকদের কাছে ওয়েবসাইটগুলির ব্যাপারে অনেক কিছু খবর থাকতে পারে আর আপনিও তাদেরকে সুপারিশ করতে পারেন।

ইশারা ও অঙ্গভঙ্গি

আপনার বধির সন্তানকে আপনাকে ইশারাগুলি শেখাতে বলুন যাতে আপনি তাদের সাথে এই ভাষা শিখতে পারেন এবং আরও ভালোভাবে যোগাযোগ করতে পারেন। কে বেশি ইশারা ভাষা শিখতে পারে তা দেখার জন্য একটি পারিবারিক প্রতিযোগিতামূলক খেলার আয়োজন করা যেতে পারে, তবে মনে রাখতে হবে যে বস্তুগুলির ইশারা জানার মাধ্যমে ইশারা ভাষা শেখার সূচনা মাত্র।



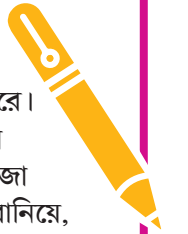
পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করা

আপনার সন্তান যদি স্কুলের পাঠ্যবই নিয়ে বাড়িতে আসে তবে তাদের বই পড়তে উৎসাহিত করুন। এক্ষেত্রে তাদের আপনার সহায়তার প্রয়োজন হতে পারে। বইগুলিতে এমন কিছু অনুশীলনী থাকতে পারে যার সমাধানের চেষ্টার জন্য আপনার সহায়তার প্রয়োজন হতে পারে। উত্তর লেখার প্রয়াসের জন্য আপনার সন্তানের কাছে একটি নোটবই থাকা অত্যন্ত কার্যকরী। তাদের প্রয়াসে সহযোগী হয়ে উঠুন, উৎসাহ দিন এবং আলোচনার মাধ্যমে অনুশীলনী সমাধানে প্রয়াস করুন। সম্ভব হলে চিহ্নিত করে সাহায্য করুন। যদি তাদের কোনো দাদা বা দিদি থাকে তারাও এখনকার পড়াশোনার ক্ষেত্রে তাদের বন্ধু ও শিক্ষক হিসেবে সঙ্গী হয়ে উঠতে পারে।



ছোটো ভাই-বোনদের সঙ্গে মিলেমিশে শেখা

দাদা-দিদিরা বা বড় সন্তানেরা ছোটোদের পড়তে, লিখতে বা সংখ্যা ব্যবহার শেখানোয় বিশেষভাবে সাহায্য করতে পারে। তারা ছোটোদের গল্প বলে কিংবা বালি বা কাগজে এঁকে গল্পছলে অনেকটা সময় মজা করে কাটাতে পারে। তারা একটি খেলা বানিয়ে, তার নিয়মগুলি লিপিবদ্ধ করে, বাড়ির ছোটোদের এমনকি বড়োদেরকেও তা শিখিয়ে সময় কাটাতে পারে।



বাড়িতে বসে বয়স্ক বধির এবং শ্রবণক্ষম সন্তানদের শেখানোর কার্যকলাপ

অন্যান্য শিক্ষা কার্যক্রম

আপনার বড় বধির শিশুকে আপনার বাড়ির বাজারের তালিকা লিখতে এবং ঐ বাজারগুলি কেনার বরাদ্দ টাকার পরিমাণ নিরূপণের জন্য উৎসাহিত করতে পারেন। এতে আপনার বধির সন্তানটির লেখার অভ্যাস হবে এবং গণিত শেখাও সহজ হবে। অথবা যদি আপনি নিজের বাড়ির বাইরে যেতে না পারেন, তাহলে বাড়ির মধ্যে একটি ঘরে বা ছোটো জায়গায় স্টল বানিয়ে সেখানে কিছু জিনিস বিক্রির জন্য রাখুন। আপনার সন্তান জিনিসগুলো কিনে তার জন্য দাম দেওয়ার অভিনয় করতে পারে কিংবা তারা দোকানদার হয়ে কীভাবে হিসাব করে দাম নিতে হয় এবং পয়সা ফেরৎ দিতে হয় তা শিখতে পারবে। এই কেনাকাটা খেলাটির মাধ্যমে আপনাদের সন্তানদের কাছে টাকাকড়ির হিসাবের ধারণাটি স্বচ্ছ হবে উঠবে।

আপনার সন্তানদের একটি গল্প বলতে বলুন এবং সম্ভব হলে লিখে রাখুন। তারা স্বাভাবিকভাবে আপনাকে তাদের স্কুল বা তাদের প্রিয় খেলা বা খেলাধুলার বিষয়ে বা তাদের পরিচিত কোনো ব্যক্তির সম্পর্কে বলতে পারে। আবার বিকল্প হিসেবে তারা রান্না করা খাবারের উপকরণ এবং নির্দেশাবলি সহ একটি রেসিপি লিখে এমনকি রান্নার কাজেও আপনাকে সাহায্য করতে পারে।

যারা এখনও লিখতে শিখছে তাদের অক্ষর এবং শব্দগুলি বই দেখে লিখতে বলুন, তবে শুধুমাত্র বই থেকে না টুকে আপনি ওদের শব্দের অর্থ বুঝতে সাহায্য করুন। ইশারা বা অঙ্গভঙ্গির চেষ্টা করুন আর ইশারা আপনার না জানা থাকলে আপনার সন্তানকে তার জানা ইশারাগুলি শেখাতে বলুন।



বংশ তালিকা

পরিবারের সদস্যরা কীভাবে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত তা লিখে আপনি আপনার সন্তানের সঙ্গে একটি বংশতালিকা তৈরি করুন।



মানচিত্র

আপনার স্থানীয় এলাকার রাস্তা, ঘরবাড়ি, মাঠ, দোকানপাট, স্কুল ইত্যাদি দেখিয়ে লিখে আপনি আপনার সন্তানের সঙ্গে একটি মানচিত্র তৈরি করুন। মানচিত্রটিতে এইগুলি যতটাসম্ভব বিশদভাবে দেখান।



কীভাবে বীজের অঙ্কুর ওঠে, একটি বীজ কীভাবে গাছে পরিণত হয় তা আপনার বাড়ির চারপাশের গাছ, লতাপাতা ও ফুল দেখিয়ে আপনার সন্তানের কাছে ব্যাখ্যা করুন।

আপনার সন্তানকে একটি উৎসবের ছবি দেখান এবং ছবির বিষয়টি অর্থাৎ ছবিটি কী দেখাচ্ছে তা ওর সঙ্গে আলোচনা করুন, উৎসবের সময় কী ঘটে এবং তা কোন সময় অনুষ্ঠিত হয় - এ ব্যাপারে তাকে ভাবতে সাহায্য করুন।



আপনার এই বধির সন্তানের সঙ্গে শেখার ব্যাপারটিতে আপনি বেশ মজা পাবেন। কাজের মাধ্যমে এক সঙ্গে কাজ করার সেবা উপায়গুলি শিখুন।

বাড়িতে থেকে আপনার বধির সন্তানকে কীভাবে শেখাবেন

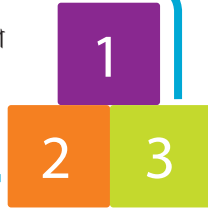


বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের ফলে সারা বিশ্বে স্কুলগুলি বন্ধ রাখা হয়েছে। যদি আপনার সন্তানকে স্কুল থেকে বাড়িতে চলে আসতে হয় কিংবা বাড়ির কাছে থাকা স্কুলে সে যদি না যেতে পারে, তাহলে এটি একটি কঠিন সময়, এবং যেহেতু সন্তানটি স্কুলের শিক্ষা পাবে না তাই আপনি একটু উদ্বেগে পড়তে পারেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আপনি এবং আপনার পরিবার এই বধির সন্তানটির পড়াশোনার বা শিক্ষার ব্যাপারে একটি বড় ভূমিকা নিতে পারেন।

দৈনন্দিন কাজকর্মে, খাওয়ার সময় আলোচনায়, পরিবারের লোকজনের সঙ্গে খেলতে খেলতে এবং যোগাযোগের মাধ্যমে, কাপড় ধোয়া, রান্না করা ইত্যাদি সমস্ত কাজের মাধ্যমে অনেক কিছু বিষয়ই আপনি আপনার সন্তানকে শেখাতে পারবেন।

স্কুলের শিক্ষা আর বাড়ির শিক্ষা দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার, কিন্তু দুটোই খুব গুরুত্বপূর্ণ। বাড়িতে স্কুলের পরিবেশ তৈরির ব্যাপারে বেশি মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। বাড়িতে এমন একটি পরিবেশ তৈরির করার কথা ভাবুন যাতে আপনার সন্তান প্রাকৃতিক উপায়ে শিখতে পারবে। কীভাবে সঠিক উপায়ে হাত ধুতে হয় তা দেখাবেন, এবং কেন এই ব্যাপারটি বই পড়ার মতো এতটাই গুরুত্বপূর্ণ, শিশুকে তা বোঝাবেন। আপনার সন্তানের জীবনে দক্ষতা বিকাশের অনেক কার্যকরী উপায় রয়েছে।

জিনিস গোনা এবং আঙুল দিয়ে সংখ্যা দেখান।



রান্না করার সময় আপনার সন্তানকে উপাদানগুলির সম্বন্ধে বলুন এবং রান্নার সময় সেগুলি কীভাবে পরিবর্তিত হয় তা বোঝান।



আপনার সন্তানকে তার নামের বর্ণগুলি তুলে নিতে সাহায্য করুন।



সময় কীভাবে দেখতে হয় তা শেখান।



গাছ, পাহাড়, নদী, ফল, সজ্জি, প্রাণী বা পাখির নাম এক-একটি চিহ্ন বা ছবির মাধ্যমে বোঝান। বর্ণ, আকার, টেম্পচার, স্বাদ ও গন্ধ বোঝাতে তাদের প্রত্যেকটির একটি করে উদাহরণ দিয়ে যথাক্রমে বলে, দেখিয়ে, স্পর্শ করিয়ে, স্বাদ গ্রহণের মাধ্যমে এবং গন্ধ শুকিয়ে বোঝান।



আপনার সন্তান আপনার এবং বাড়ির লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করে, খেলে এবং সময় কাটিয়ে এমনকি আপনার দৈনন্দিন কাজকর্মগুলি দেখেও অনেক কিছু শিখে যাবে।

বাড়িতে থেকে আপনার বধির সন্তানকে কীভাবে শেখাবেন



যোগাযোগ করুন

বাড়িতে থাকাকালীন আপনার সন্তানরা তাদের শ্রবন-সহায়ক যন্ত্র (যদি থাকে) কিংবা একই ধরনের কোনো প্রযুক্তিযুক্ত যন্ত্র যতটা বেশি সময় সম্ভব ব্যবহার করছে কিনা তা নিশ্চিত করুন।



আপনার সন্তানের সঙ্গে যোগাযোগে সবসময় ধৈর্যশীল হোন, এবং যখন আপনি দেখছেন যে আপনাকে ঠিকমতো বুঝে উঠতে আপনার সন্তানের খুব কষ্ট হচ্ছে, তখন একই কথা বারবার না বলে আপনি কী বোঝাতে চাইছেন তা বোঝাবার জন্য অন্য উপায় নেওয়ার চেষ্টা করুন।



আপনার বধির সন্তানের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য আপনাকে ইশারা ভাষা জানতেই হবে তার কোনো মানে নেই, এর জন্য আপনি অঙ্গভঙ্গি ব্যবহার করতে পারেন, জিনিসগুলিতে ইঙ্গিত করতে পারেন, আবার প্রয়োজনে ইশারা ও অঙ্গভঙ্গি উভয়েরই ব্যবহার করতে পারেন।

আপনার সন্তানের সঙ্গে যোগাযোগের সময় একটি সাধারণ গতিতে কথা বলুন (খুব দ্রুত বা খুব ধীর নয়) এবং ইশারা বা অঙ্গভঙ্গির সময় চোঁচিয়ে বা চিৎকার করে কথা বলবেন না। মনে রাখবেন, আপনার সন্তান বধির হলেও তারা আপনার হোঁট ও মুখের হাবভাব দেখছে যা তাদের কোনো কিছু বুঝতে খুবই সাহায্য করে।



আপনার সন্তানের থেকে আপনি কীরূপ আচরণ এবং শিক্ষা আশা করছেন তা পরিষ্কার করে তাকে বোঝান, তবে আপনাকে এ ব্যাপারে একটু নমনীয় হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। প্রত্যেকটি পরিবার ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে প্রশিক্ষণের পথ বেছে নেবে - এর কোনোটিই সঠিক বা ভুল নয়। একটি সাধারণ নিয়মের তালিকা ঠিক করে গুরু করুন, কিন্তু তাতে যদি কোনো অসুবিধা হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে নিয়মগুলির পরিবর্তন করা যেতে পারে।



আপনার বধির সন্তান কোনো ভুল কাজ করলে তাকে বকাঝকা করা বা শাস্তি দেওয়ার চেয়ে সে সঠিককাজ করলে তার প্রশংসা করে তার আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলুন। মনে রাখবেন, পরিবর্তনগুলি না বুঝতে পেলে আপনার সন্তান হতাশ এবং উদ্বেগের শিকার হতে পারে।



প্রাত্যহিক কাজকর্ম

একটি দৈনিক রুটিন থাকলে বেশির ভাগ সন্তানই খুব খুশি হয়। যখন ওদের চারপাশের সবকিছু অদ্ভুত মনে হয় এবং স্কুল বন্ধ থাকে তখন তারা সুরক্ষিত বোধ করে। সবাই একমত হয়ে রুটিনটি তৈরি করুন বা সবাই রুটিনটি ভালো করে বুঝুন এবং শব্দ বা ছবি দিয়ে রুটিনটি ভালো করে সাজান।

বাড়িতে থেকে আপনার বধির সন্তানকে কীভাবে শেখাবেন



শিক্ষা

আপনার সন্তানেরা যখন তাদের চিন্তাভাবনা এবং ধারণাগুলি অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নেয় এবং অন্যান্যদের সঙ্গে মেলামেশা করে তখনই তারা সবচেয়ে ভালোভাবে এবং বেশি করে শিখতে পারে।

আপনার বধির সন্তানকে বাড়ির কিছু সাধারণ দায়িত্বের পাশাপাশি খেলাধুলার মতো মজার কাজকর্মে ব্যস্ত রাখুন।



আপনার বাড়িতে যদি কোনো বই বা ছবির বই থাকে তাহলে সেগুলি নিয়ে আপনার বধির সন্তানের সঙ্গে আলোচনা করুন এবং গল্প পড়ার ছলে একে অপরের কাছ থেকে ইশারা ও অঙ্গভঙ্গি শিখে নিন।



আপনার বধির সন্তানকে শোনানোর মত একটি গল্প বানান বা আপনার পরিবারকে নিয়ে কোনো গল্প তাকে শোনান। শিশুরা সাধারণভাবে কোনো কিছুকে নিয়ে চ্যালেঞ্জ করতে ভালোবাসে - তাই আপনি ওদেরকে বাড়ির চারপাশ বা বাগান থেকে যত বেশি সংখ্যক জিনিস সংগ্রহ করে একটি ছোটো বাস্কে বা থলিতে ভরতে বলুন। আপনার সন্তানকে কোথা থেকে কী সংগ্রহ করেছে তা বলতে বলুন।



আচরণ

আমাদের সন্তানের শারীরিক যত্ন নেওয়া কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা আমরা সকলেই জানি তবে মানসিক স্বাস্থ্যও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। অনেক শিশুই বর্তমান পরিস্থিতি এবং তাদের স্বাভাবিক রুটিনের পরিবর্তনগুলির জন্য উদ্ভিগ্ন বোধ করেছে।

দৈনন্দিন জীবনে পরিবর্তন এবং চারপাশে লোকজনের আচরণের কারণে আপনার সন্তানের জীবনে মানসিক উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে - এর ফলে যদি আপনাকে উদ্ভিগ্ন দেখায় তাহলে হয়তো আপনার সন্তান এ ব্যাপারে সচেতন হতে পারে, তবে কী ঘটছে তা হয়তো সে বুঝতে পারবে না।

তাদের আচরণে পরিবর্তন হতে পারে।

তাদের খেতে বা খেলতে ইচ্ছে না করতে পারে।

তারা বেশি কান্নাকাটি করতে পারে।

তারা খুব দুঃখিত হতে পারে।



আপনার এই বধির সন্তানের সঙ্গে শেখার ব্যাপারটিতে আপনি বেশ মজা পাবেন। কাজের মাধ্যমে এক সঙ্গে কাজ করার সেবা উপায়গুলি শিখুন।